চার বন্ধু

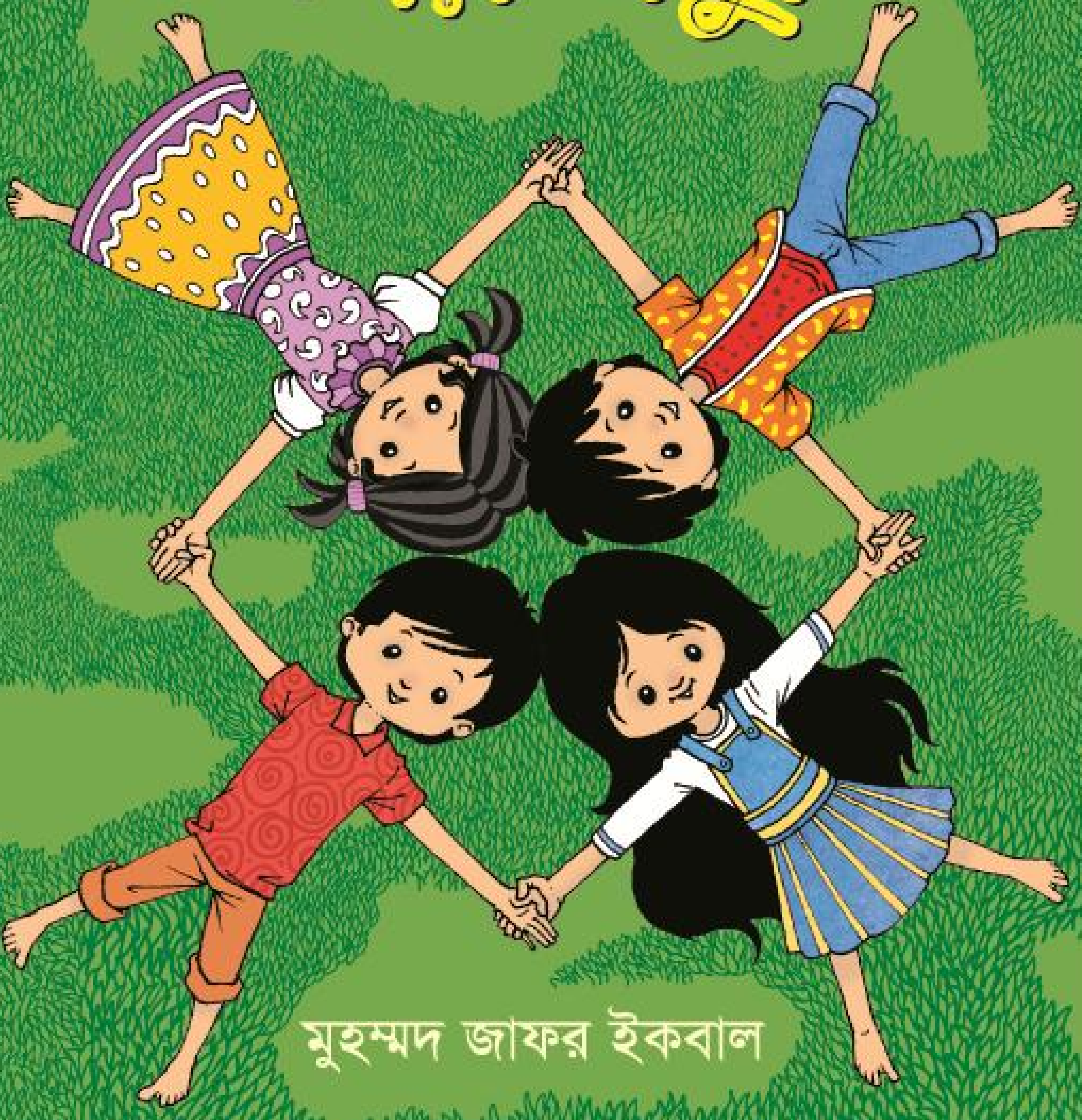

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

চার বন্ধু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পার্ল পাবলিকেশন্স

দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৬
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব
প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সাদাতউদ্দীন আহমেদ এমিল

গ্রাফিক্স
মশিউর রহমান

ISBN : 978-984-495-200-3

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : সৃজনী, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৫০.০০

CHAR BANDHU by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2016, Price : 150 Tk. Only
e-mail : pearl_publications@yahoo.com

সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল চারজন খুব বন্ধু। তারা একসাথে থাকে, একসাথে খেলে, একসাথে দুষ্টুমি করে। মাঝে মাঝে তারা ঝগড়াও করে ফেলে, তখন একজন আরেকজনের সাথে আড়ি দিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু কথা না বলে তারা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না তাই একটু পরে আবার তাদের মাঝে ভাব হয়ে যায়।

একদিন বিকালবেলা নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল সাদিবদের বাসায় গেল। গিয়ে দেখে সাদিব জুতো পরে তার বিছানার উপর হাঁটছে। নন্দিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সাদিব তুমি জুতো পরে বিছানার উপর হাঁটছ কেন?"

সাদিব বলল, "এগুলো নূতন জুতো। এই জুতো পরে মাটিতে হাঁটলে জুতো ময়লা হয়ে যাবে তাই আমি বিছানার উপর হাঁটছি।"

মাইকেল বলল, "কিন্তু জুতো পরে মাটির উপরেই তো হাঁটতে হয়। সেজন্যেই তো সবাই জুতো পরে।"

সাদিব বলল, "আমি সেটা জানি। আমি কালকে এই জুতো পরে বাইরে বের হব। শুধু নূতন জুতো না আমি তার সাথে নূতন সার্ট আর নূতন প্যান্টও পরব। কালকে সবকিছু নূতন পরতে হবে।"

অন্তি জিজ্ঞেস করল, “কালকে কেন সবকিছু নূতন পরতে হবে?”

সাদিব বলল, “কালকে ঈদ, সেজন্যে কালকে সবকিছু নূতন পরতে হবে। ঈদের দিন খুব আনন্দ করতে হয়। সবাই নূতন জামা কাপড় পরে। আমার আম্মু কালকে অনেক মজার মজার রান্না করবে। কালকে সবাই সবার বাসায় বেড়াতে যাবে।”

নন্দিনী বলল, “তাহলে কালকে আমরা কী করব?”

সাদিব বলল, “তোমরাও আমাদের বাসায় আসবে। কালকে আমাদের বাসায় অনেক মজা হবে।”

পরদিন সাদিব খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গেল। নূতন কাপড় পরে সে তার আব্বুর সাথে ঈদের নামাজ পড়তে গেল। নামাজের পর সবাই সবার সাথে কোলাকুলি করল, সাদিব অনেক ছোট তাই বড় মানুষদের নিচু হয়ে তার সাথে কোলাকুলি করতে হল!

বাসায় এসে সাদিব দেখে আম্মু টেবিলের উপর অনেক রকম মজার মজার খাবার সাজিয়ে রেখেছেন। যখন সবাই মিলে সেই মজার মজার খাবারগুলো খাচ্ছে তখন দরজায় টুং টাং করে কলিং বেলের শব্দ হল।

সাদিব ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখে তার খালাতো ভাই বোনেরা এসেছে, তাদের হাতে অনেকগুলো উপহারের প্যাকেট। সাদিবকে দেখে সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, "ঈদ মোবারক!"

সাদিবও বলল, "ঈদ মোবারক!" তারপর সবাই সবার সাথে কোলাকুলি করতে শুরু করল। কোলাকুলি শেষ করে সাদিব তার খালাতো বোনকে জিজ্ঞেস করল, "আপু তুমি এতোগুলো উপহার কার জন্যে এনেছ?"

আপু বলল, "আজকে তো ঈদ, তাই সবাইকে উপহার দেব ।"

সাদিব জিজ্ঞেস করল, "সবাইকে?"

"হ্যাঁ । সবাইকে ।"

সাদিব একটু চিন্তা করে বলল, "আমার বন্ধু নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল আসবে । তাদেরকেও?"

"হ্যাঁ । তাদেরকেও ।"

তাদের কথা শেষ হবার আগেই আবার দরজায় শব্দ হল, টুং টাং!

সাদিব ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখে নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল দাঁড়িয়ে আছে । সাদিবকে দেখে তারা চিৎকার করে বলল, "ঈদ মোবারক!"

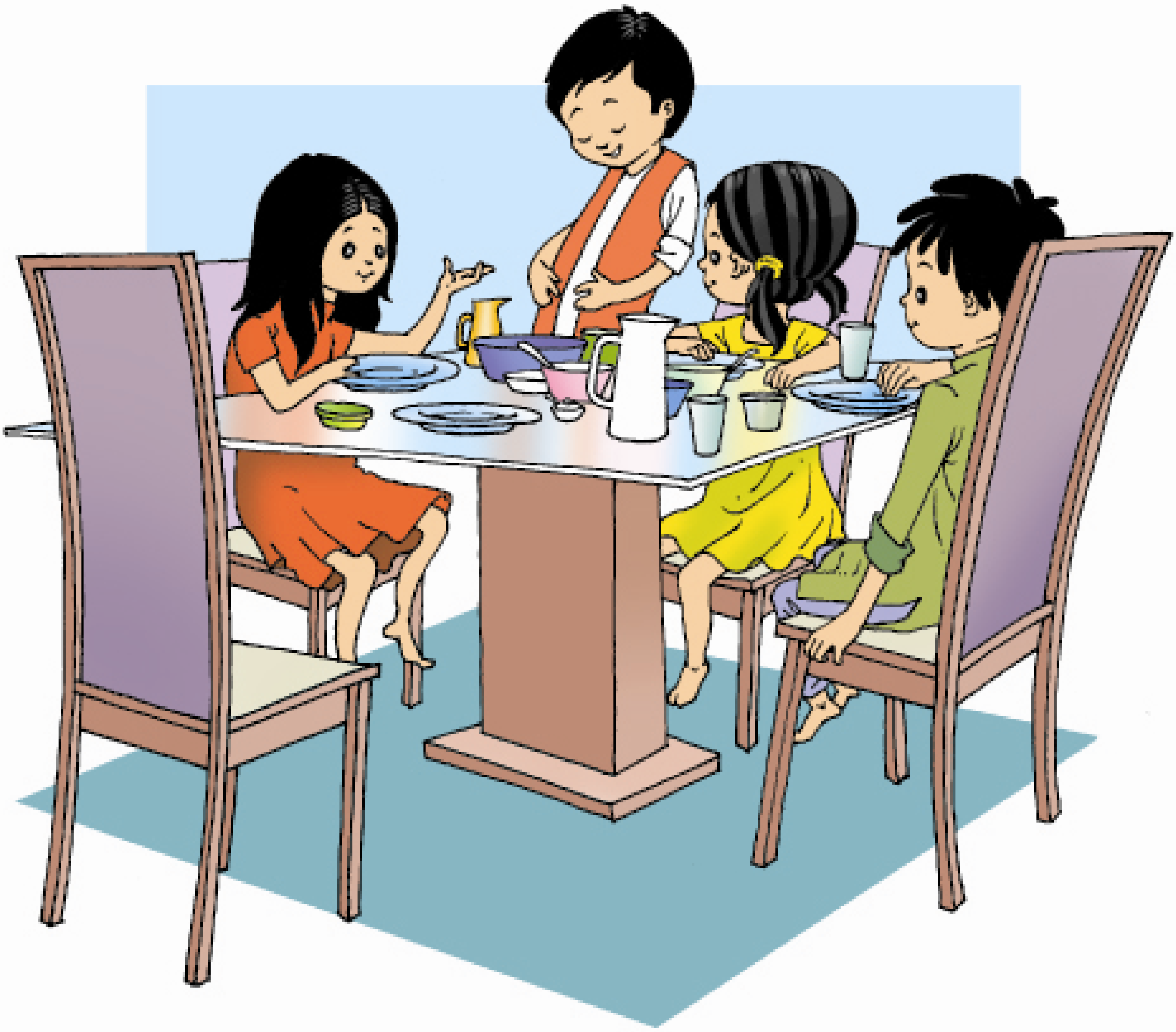

সাদিব তাদের থেকেও জোরে চিৎকার করে বলল "ঈদ মোবারক!"

তারপর তাদেরকে হাত ধরে সে বাসার ভিতরে নিয়ে আসে। আম্মু তখন সবাইকে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিলেন। সবাই তখন খুব মজা করে খেলো। খাওয়া শেষ হলে মাইকেল বলল, "আমি এতো বেশি খেয়েছি যে, আমার মনে হচ্ছে আমার পেটটা বুঝি ফেটে যাবে!"

মাইকেলের কথা শুনে সবাই হি হি করে হেসে ওঠে। সাদিব তখন বলল, "তোমরা জান, আমার আপু সবার জন্যে উপহার এনেছে!"

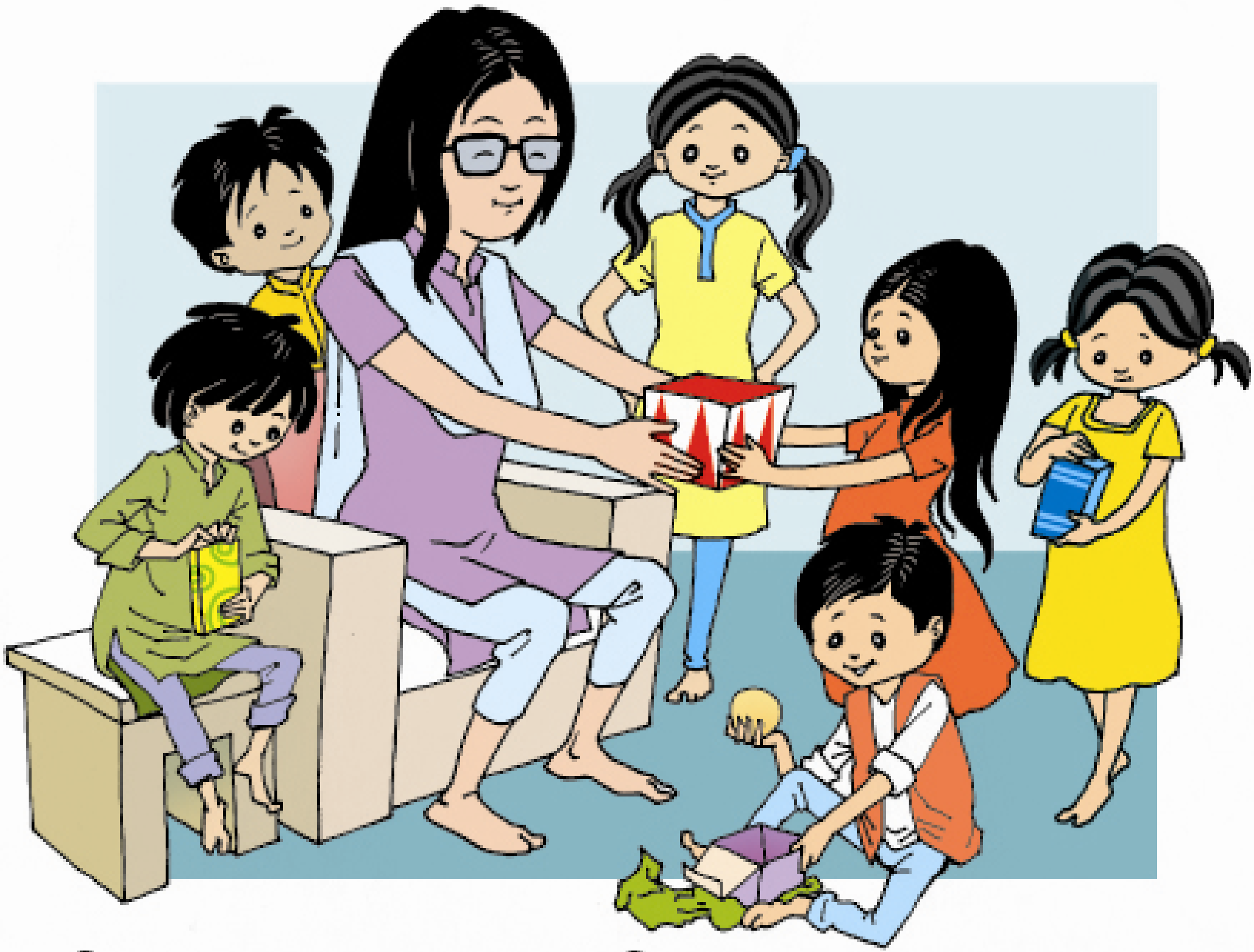

অন্তি চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

সাদিব বলল, "হ্যাঁ। সত্যি। তোমাদের জন্যেও এনেছে।"

নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল হাত তালি দিয়ে বলল, "কী মজা! কী মজা!"

সাদিবের আপু তখন সবাইকে একটা করে উপহার দিল আর সবাই তখন সাথে সাথে তাদের উপহারগুলো খুলতে থাকে। সাদিব পেল একটা রংয়ের বাক্স, নন্দিনী পেলো একটা চকলেটের প্যাকেট, অন্তি পেলো একটা নোট বই আর মাইকেল পেলো একটা টেনিস বল।

কী যে মজা হল তখন সেটা আর বলে বোঝানো যাবে না!

সেদিন রাত্রিবলা নন্দিনী তার মা'কে বলল, "মা, তুমি জান আজকে কী মজা হয়েছে?"

নন্দিনীর মা বলল, "জানি। ঈদের দিন খুব মজা হয়।"

নন্দিনী বলল, "আমাদের কেন ঈদ নেই মা? তাহলে আমাদেরও অনেক মজা হতো।"

নন্দিনীর মা হেসে বললেন, "আমাদের ঈদ নেই তো কী হয়েছে? আমাদের পূজা আছে না?"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "পূজা?"

আম্মু বললেন, "হ্যাঁ পূজা! দুর্গা পূজা। দুর্গা পূজার সময় আমাদের ঈদের মতো আনন্দ হয়।"

নন্দিনী চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি। পূজার সময় আমরা নূতন জামা কিনব। আমরা মজার মজার খাবার তৈরি করব। আমরা সেজেগুঁজে একজন আরেকজনের বাসায় বেড়াতে যাব। তা ছাড়া পূজার সময় আমরা কী সুন্দর প্রতিমা তৈরি করি তুমি জান?"

নন্দিনী চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি?"

নন্দিনীর মা বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি!"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কবে আমাদের পূজা মা?"

"এই তো শরৎ কালে। কয়েক মাস পরে।"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, ঈদের সময় আমরা সবাই সাদিবদের বাসায় গিয়েছিলাম। পূজার সময় তারা সবাই কি আমাদের বাসায় আসতে পারবে?"

"কেন পারবে না?"

"আমরা সবাই কি একসাথে প্রতিমা দেখতে যেতে পারব?"

"একশ বার!"

নন্দিনী তখন হাত তালি দিয়ে বলল, "কী মজা হবে। তাই না মা?"

মা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ। অনেক মজা হবে।"

পরের দিন নন্দিনী তার বন্ধু সাদিব, অন্তি আর মাইকেলকে তাদের পূজার কথা বলল। পূজার সময় কী কী মজা হয় সেগুলো শুনে সাদিব, অন্তি আর মাইকেল খুশিতে হাত তালি দিতে থাকে। তারপর সবাই মিলে পূজার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

পূজার আগে নন্দিনী তার মা আর বাবার সাথে বাজারে গিয়ে নূতন জামা কাপড় কিনে আনল। নন্দিনী দেখল তাদের বাসার কাছে একটা পূজা মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। একদিন সেখানে একটা প্রতিমা বসানো হল। সিংহের উপর মা দুর্গা, তার দুই পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। তাদের দুই পাশে কার্তিক আর গণেশ।

পূজা কয়েকদিন ধরে হয়, তার একদিন সাদিব, অন্তি আর মাইকেল নন্দিনীর বাসায় বেড়াতে এলো। নন্দিনীর মা প্রথমে তাদের অনেক মজার মজার খাবার খেতে দিলেন। সেগুলো খেয়ে তারা নন্দিনীর সাথে পূজা মণ্ডপে প্রতিমা দেখতে গেল। কী সুন্দর প্রতিমা! দেখে সাদিব, অন্তি আর মাইকেল একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিমার সামনে ঢাকের শব্দের সাথে সাথে ছেলে আর মেয়েরা নেচে নেচে আরতি দিচ্ছে। সেটা দেখে মাইকেল নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করল, "নন্দিনী তুমি কি আরতি দিতে পার?"

নন্দিনী বলল, "আমি তো এখন ছোট, তাই পারি না। যখন আমি বড় হব তখন দিতে পারব।"

মাইকেল হাত তালি দিয়ে বলল, "তখন কী মজা হবে!"

পূজা মণ্ডপে তখন একজন মাইকে ঘোষণা দিয়ে বলল, "ছোট বাচ্চারা! এখন ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হবে। তোমরা যারা ছবি আঁকতে চাও, তারা সবাই বসে পড়।"

নন্দিনী, সাদিব, অন্তি আর মাইকেল তখন অন্য সব বাচ্চাদের সাথে ছবি আঁকতে বসে গেল। একজন মেয়ে এসে সবাইকে একটা কাগজ আর কয়েকটা করে রং পেন্সিল দিল। তারা সবাই সেগুলো দিয়ে কাগজে ছবি আঁকতে শুরু করে দিল। নন্দিনী একটা প্রতিমার ছবি আঁকল, মাইকেল সব সময় মুক্তিযোদ্ধার ছবি আঁকে আজকেও সে একটা দুর্দান্ত মুক্তিযোদ্ধার ছবি আঁকল। অন্তি আঁকল একটা নদী, নদীর মাঝে নৌকা, নদীর তীরে ঘর আর গাছ। সাদিব আঁকল একটা গোলাপ ফুল।

শাড়ি পরা একজন মেয়ে একটু পরে এসে সবার আঁকা ছবিগুলো নিয়ে গেল। কয়েকজন বুড়ো মানুষ তখন ছবিগুলো উল্টেপাল্টে দেখে পুরস্কার ঘোষণা করতে শুরু করল। মাইকেলের মুক্তিযোদ্ধার ছবিটা অনেক সুন্দর হয়েছিল বলে সে একটা খুব সুন্দর রংয়ের বাক্স পুরস্কার পেয়ে গেল। কারো যেন মন খারাপ না হয় সে জন্যে সবাইকে অবশ্যি একটা করে কলম পুরস্কার দেয়া হল। মাইকেলের সুন্দর রংয়ের বাক্সটা দেখে নন্দিনী, সাদিব আর অন্তির একটু একটু হিংসা হচ্ছিল কিন্তু তারা সেটা কাউকে বুঝতে দিল না। তারা সবাই জানে মাইকেল তাদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে!

নন্দিনীর সাথে সাদিব, অন্তি আর মাইকেল যখন বাসায় ফিরে আসছিল তখন তাদের একটু একটু মন খারাপ হচ্ছিল। এতো মজার পূজাটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের মন তো একটু খারাপ হতেই পারে।

বাসায় এসে অন্তি রাত্রিবেলা তার আম্মুকে বলল, "আম্মু, সাদিবদের কী সুন্দর একটা ঈদ হয়েছে, নন্দিনীদের পূজা হয়েছে। আমাদের কেন কিছু হচ্ছে না?"

আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে কী! তোমার মনে নেই? এইতো কয় দিন আগে আমাদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা হল, আমরা সবাই মিলে বৌদ্ধ বিহারে গেলাম, সেখানে প্রদীপ জ্বালালাম, প্রার্থনা করলাম।"

অন্তি বলল, "হায় হায় আম্মু! আমি যে তখন আমার বন্ধুদের ডাকতে ভুলে গেছি! এখন কী হবে?"

আম্মু হেসে বললেন, "তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই! আর তিনদিন পরে আমাদের প্রবারণা পূর্ণিমা। তখন তুমি তোমার সব বন্ধুদের ডাকতে পারবে।"

অন্তি নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, "তখন কি আমরা মজার মজার খাবার খাব? নূতন কাপড় পরব? উপহার দিব? আমাদের কি অনেক মজা হবে?"

আম্মু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকিছু হবে! আমাদের অনেক মজা হবে। তাছাড়া আমাদের এমন একটা মজার জিনিস হবে, যেটা মনে হয় তোমার বন্ধুরা কোনোদিন দেখেনি!"

অন্তি চোখ বড় বড় করে বলল, "কী মজার জিনিস, আম্মু?"

আম্মু মুখ টিপে হেসে বললেন, "উঁহু! সেটা আমি এখন বলব না। যেদিন প্রবারণা পূর্ণিমা হবে, সেদিন দেখবে।"

অন্তি তখন খুব আগ্রহ নিয়ে প্রবারণা পূর্ণিমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল। আর অন্তির কাছ থেকে গল্প শুনে সাদিব, নন্দিনী আর মাইকেল আরো বেশি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন অন্তির সব বন্ধুরা তার বাসায় হাজির হয়েছে। অন্তির আম্মু তাদেরকে অনেক মজার মজার খাবার খেতে দিলেন। সাদিব, নন্দিনী আর মাইকেল অনেক মজা করে খাবার খেল। সাদিব খাওয়া শেষ করে তার পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "আজকে আমি এতো বেশি খেয়েছি যে মনে হচ্ছে আমার পেটটা ফুলে ফুটবলের মতো হয়ে গেছে!"

সেটা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে থাকে।

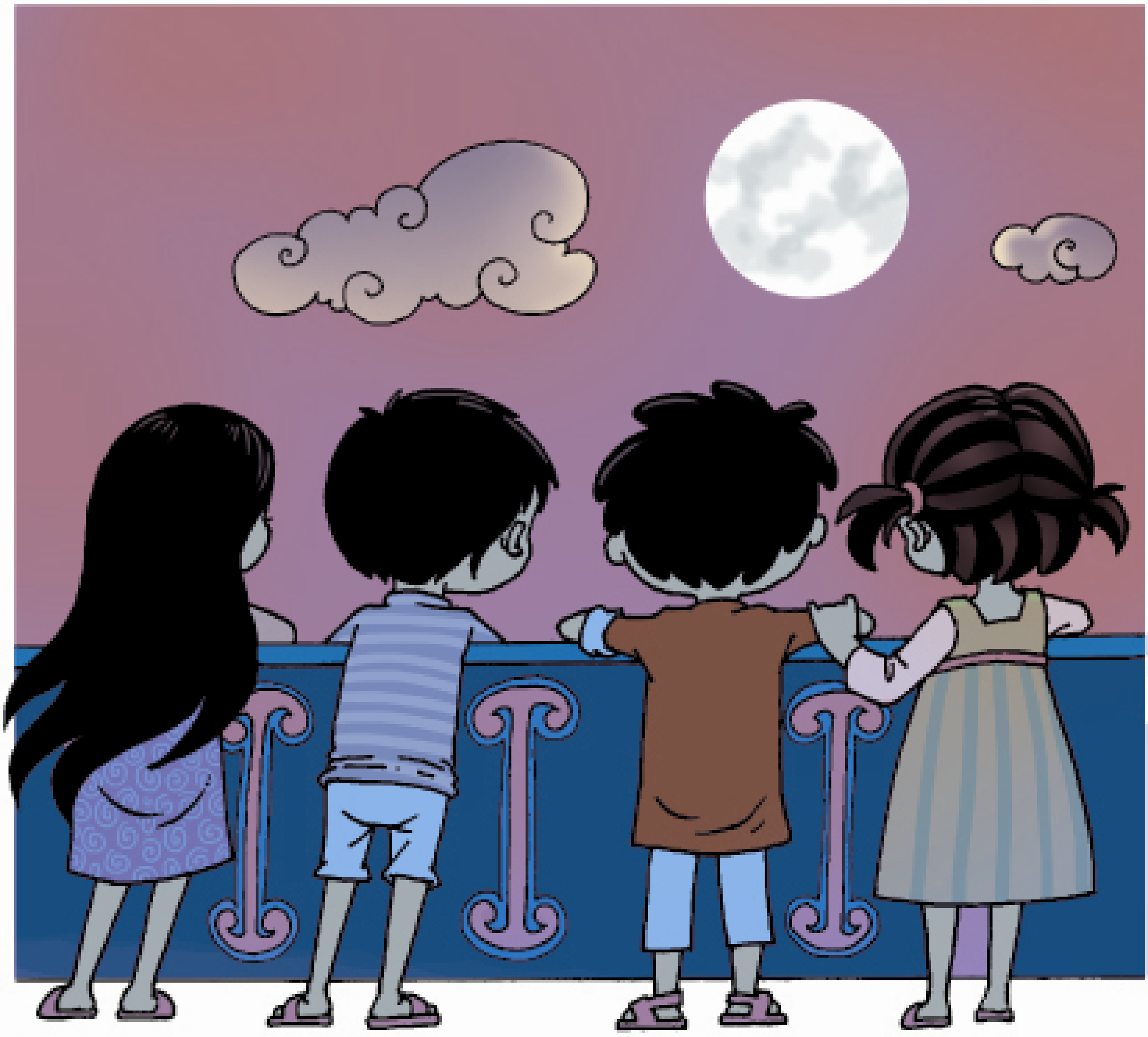

সন্ধেবেলা যখন সূর্য ডুবে গেছে তখন সাদিব, নন্দিনী আর মাইকেলকে অন্তি তাদের বাসার ছাদে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তারা অবাক হয়ে দেখে পূব আকাশে কী বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। এতো সুন্দর চাঁদ তারা আগে কখনো দেখেনি। তারা অবাক হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে অন্তির আব্বু এসে বলল, "বাচ্চারা, সবাই এখন আমার সাথে এসো।"

অন্তি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাব আব্বু?"

আব্বু বললেন, "খেলার মাঠে।"

অন্তি জানতে চাইল, "কী হবে খেলার মাঠে?"

আম্মু বললেন, "এখন বলব না, গেলেই দেখবে!"

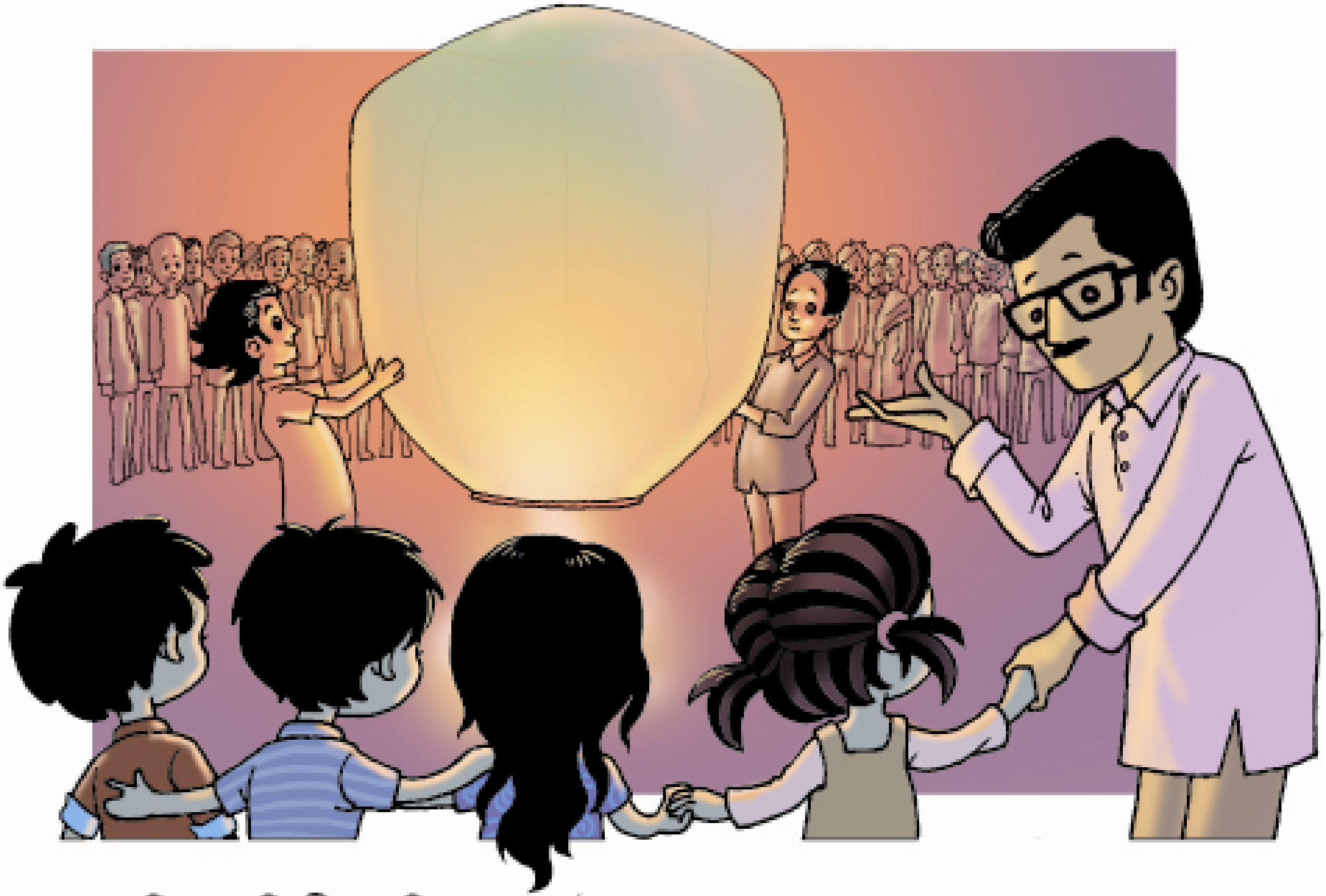

সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল তখন একজন আরেকজনের হাত ধরে অন্তির আব্বু আর আম্মুর সাথে খেলার মাঠের দিকে যেতে থাকে। গিয়ে দেখে খেলার মাঠে অনেক মানুষের ভিড় আর মাঠের মাঝখানে পাতলা কাগজ দিয়ে তৈরী করা অনেক বড় একটা বেলুনের মতো জিনিস, তার নিচে আগুন দিয়ে সবাই মিলে কী যেন একটা করছে।

অন্তি জিজ্ঞেস করল, "আব্বু ওটা কী?"

আব্বু বললেন, "ওটাকে বলে ফানুস।"

অন্তি জিজ্ঞেস করল, "ফানুস দিয়ে কী করে?"

আব্বু বললেন, "তোমরা তাকিয়ে থাকো, এক্ষুনি দেখবে ফানুস কী করে।"

সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তখন তারা দেখল কয়েকজন মিলে একটা বিশাল ফানুস ধরে রেখেছে, আরেকজন তার নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগুনের তাপে গরম বাতাসে একটু পরেই ফানুসটা কেমন যেন ফুলে উঠল আর আলো ছড়াতে লাগল।

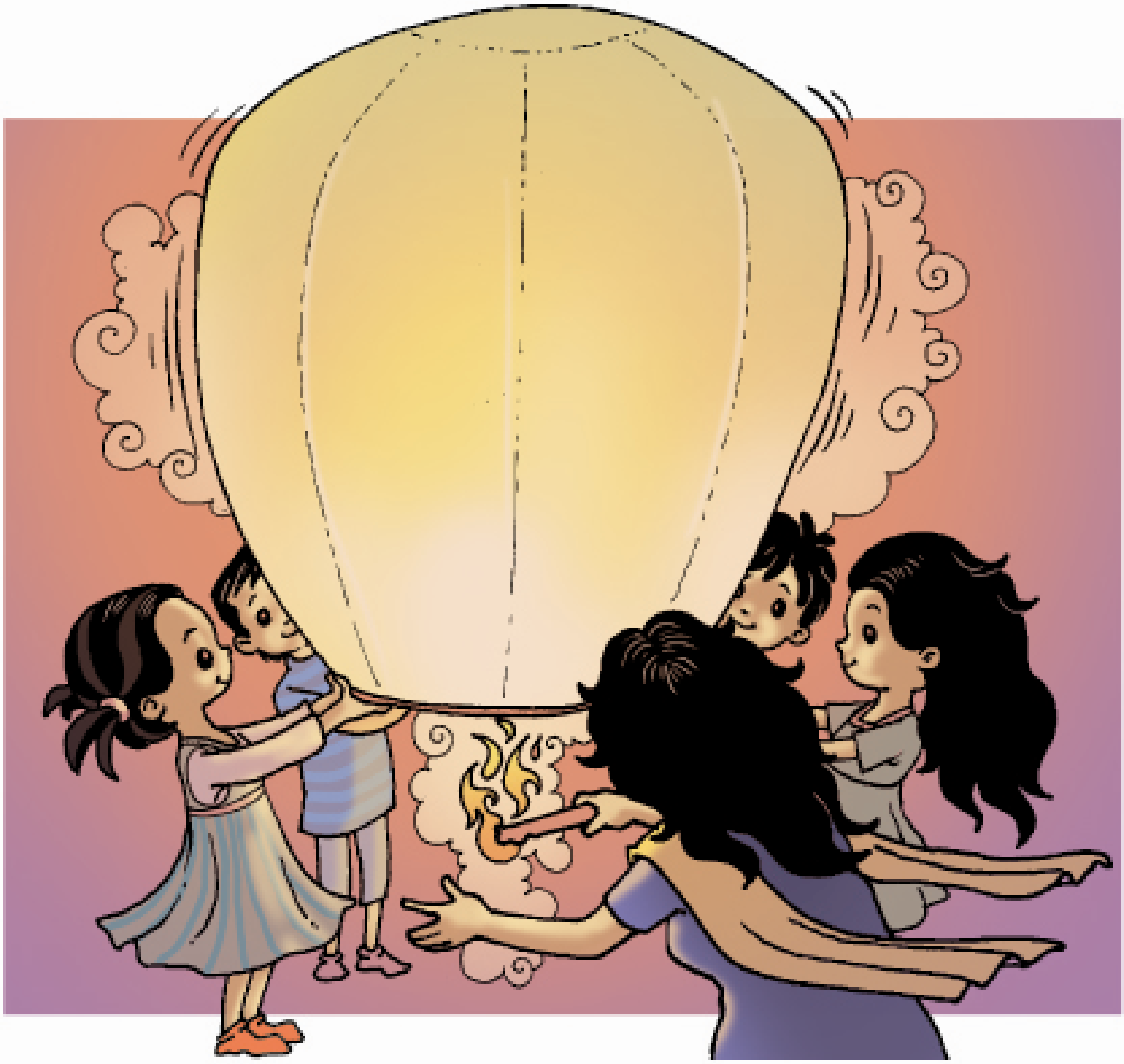

তখন সেটা ছেড়ে দিতেই আলো ছড়াতে ছড়াতে দুলতে দুলতে ফানুসটা আকাশে উঠে যেতে থাকে। সবাই তখন আনন্দে হাত তালি দিতে থাকে।

মাঠের মাঝে তখন অনেকেই একটার পর একটা ফানুস ছাড়তে থাকে আর সেগুলো আলো ছড়াতে ছড়াতে আকাশে উঠে যেতে থাকল। আকাশে তখন অনেক বড় পূর্ণিমার চাঁদ আর তার সাথে ছোট বড় নানা রংয়ের ফানুস।

তখন একটু বড় একটা মেয়ে এসে সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি একটা ফানুস উড়াতে চাও?"

ফানুসের নিচে আগুন জ্বালাতে হয় বলে তাদের একটু ভয় ভয় করছিল কিন্তু তারা সেটা বুঝতে দিল না, চিৎকার করে বলল, "চাই! চাই! চাই!"

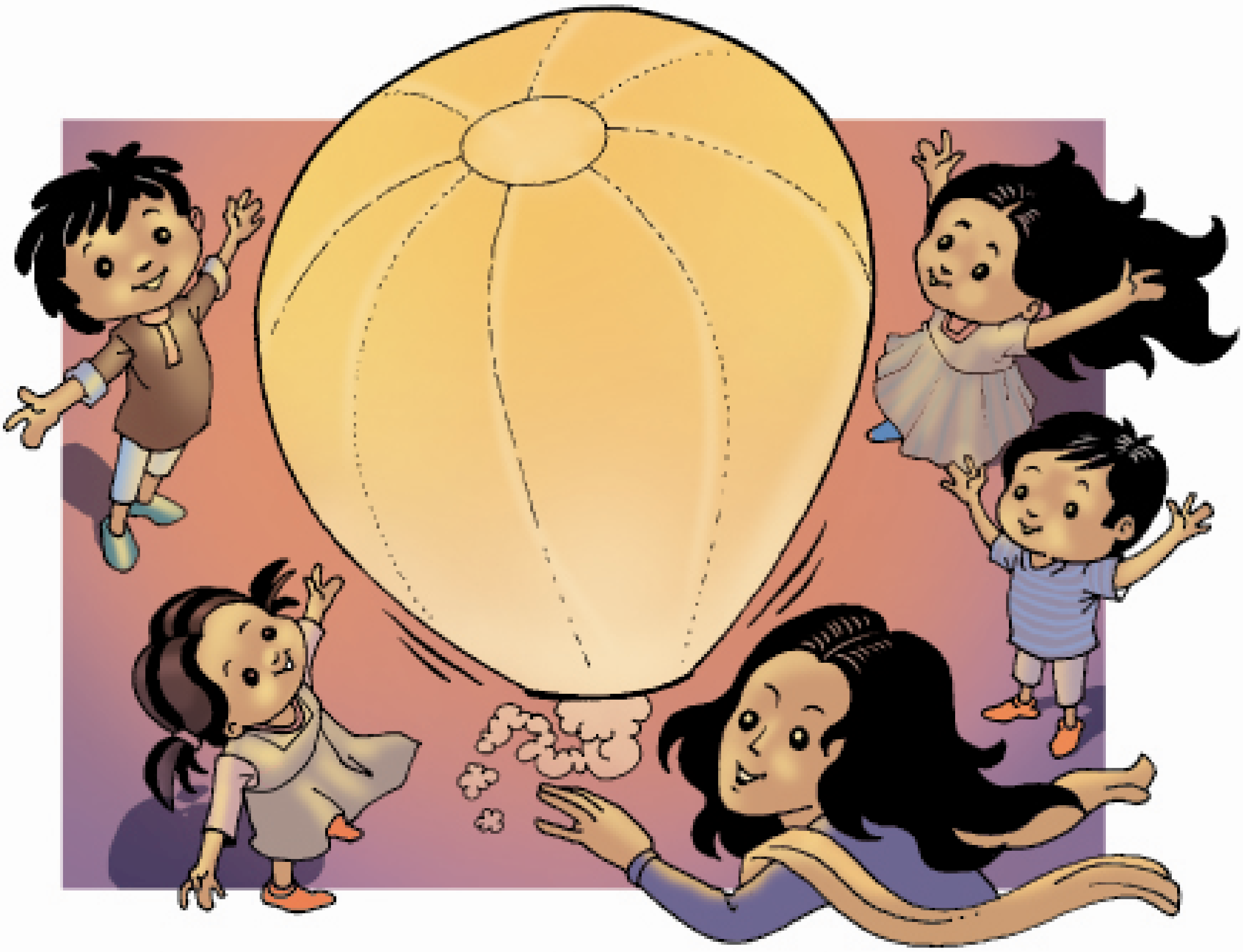

মেয়েটা তখন চারজনকে মাঠের মাঝখানে নিয়ে গেল। একজন বড় দেখে একটা রঙিন ফানুস এনে তাদের হাতে দিল। চারজন তখন চারদিক থেকে ফানুসটা ধরে রাখল আর মেয়েটা ফানুসের নিচে ঝুলে থাকা মোমে ভেজা সলতেটাতে সাবধানে আগুন জ্বালিয়ে দিল। দেখতে দেখতে আগুনটা ভালো করে জ্বলতে থাকে আর ফানুসটা গরম বাতাসে ফুলে উঠে আলো ছড়াতে থাকে।

নন্দিনী তখন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি এখন ফানুসটা ছেড়ে দেব?"

মেয়েটা বলল, "চারজনকে একসাথে ছাড়তে হবে। আমি যখন বলব ওয়ান টু থ্রি, তখন ছেড়ে দিও।"

সবাই বলল, "ঠিক আছে।"

তখন মেয়েটা বলল, "ওয়ান... টু... থ্রি!" আর সাথে সাথে চারজন একসাথে ফানুসটা ছেড়ে দিল। ফানুসটা তখন কী সুন্দর রঙিন আলো ছড়াতে ছড়াতে দুলতে দুলতে আকাশের দিকে উঠতে থাকে।

সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল তখন আনন্দে হাত তালি দিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, "আমাদেরটা সবচেয়ে বড়! আমাদেরটা সবচেয়ে সুন্দর!! আমাদেরটা সবচেয়ে বেশি উপরে উঠবে!!!"

সবাই তাদের কথা শুনে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসতে থাকে। সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল তাদের ফানুসটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে আর যতই উপরে উঠতে থাকে ততই ছোট হতে থাকে। এক সময় মনে হল সেটা বুঝি আকাশের একটা তারা হয়ে গেছে!

কয়েকদিন পর মাইকেল তার আব্বুকে বলল, "আব্বু, সাদিবদের ঈদ হয়ে গেছে, নন্দিনীদের পূজা হয়ে গেছে, অস্তিদের প্রবারণা পূর্ণিমাও হয়ে গেছে। আমাদের ক্রিসমাস কখন হবে?"

আব্বু বললেন, "ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ ক্রিসমাস হয়। শীত এলেই ক্রিসমাস চলে আসবে।"

মাইকেল আঙুল দিয়ে গুনে হিসাব করে বের করার চেষ্টা করল কবে ক্রিসমাস হবে, কিন্তু একটু পরেই সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "সেটা আর কতোদিন বাকি?"

আব্বু বললেন, "এই তো দুই মাস।"

মাইকেল জিজ্ঞেস করল, "ক্রিসমাসের সময় আমরা কী করব, আব্বু?"

"আমরা সবসময় যেটা করি সেটাই করব। নূতন জামা কাপড় পরব। তোমার আম্মু রোস্ট তৈরি করবে তার সাথে কেক। আর—" বলে আব্বু থেমে গেলেন।

"আর তুমি যদি দুষ্টুমি না করো, ভালো ছেলে হয়ে থাক তাহলে তোমাকে আমি সান্তা ক্লজের কাছে নিয়ে যাব।"

"সান্তা ক্লজ?"

"হ্যাঁ।" আব্বু মাথা নেড়ে বললেন, "মনে নেই? সান্তা ক্লজের এতো বড় সাদা দাড়ি। মাথায় লাল টুপি, পরনে লাল জোব্বা। ব্যাগ ভর্তি খেলনা। যে ছেলেমেয়েরা সারা বছর ভালো হয়ে থাকে সান্তা ক্লজ তাদের সবাইকে একটা করে খেলনা দেয়!"

মাইকেল চোখ বড় বড় করে বলল, "আব্বু, আমি যদি আমার বন্ধুদের সান্তা ক্লজের কাছে নিয়ে যাই তাহলে সান্তা ক্লজ কি তাদেরকেও খেলনা দেবে?"

আব্বু বললেন, "তোমার বন্ধুরা যদি সারা লো হয়ে থাকে,

পরদিন সকাল বেলাতেই মাইকেল তার বন্ধু সাদিব, নন্দিনী আর অন্তিকে বলল, তারা যদি দুষ্টুমি না করে ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে সান্তা ক্লজ তাদেরকেও একটা খেলনা উপহার দেবে। সেটা শুনে সবাই ঠিক করল এখন থেকে তারা সবাই ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে হয়ে থাকবে।

পুরো দুই মাস সবাই ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে হয়ে থাকার চেষ্টা করল। কাজটা মোটেও সোজা নয়, ভুল করে মাঝে মাঝেই তারা একটু দুষ্টুমি করে ফেলছিল কিন্তু যখনই সান্তা ক্লজের কথা মনে পড়ল তখনই তারা দুষ্টুমি বন্ধ করে ফেলেছিল।

শেষ পর্যন্ত ক্রিসমাসের দিন সকালবেলা মাইকেলের আব্বু মাইকেল আর তার তিন বন্ধু সাদিব, নন্দিনী আর অন্তিকে নিয়ে গেলেন সান্তা ক্লজের কাছে। সান্তা ক্লজের মাথায় লাল টুপি, লাল পোশাক আর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। সান্তা ক্লজের বিশাল মোটা একটা পেট বেল্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মাইকেলের সাথে সাদিব, নন্দিনী আর অন্তিকে দেখে সান্তা ক্লজ অনেক মোটা গলায় বলল, "হো হো হো মেরী ক্রিসমাস!"

তারাও বলল, "মেরী ক্রিসমাস!"

তখন সান্তা ক্লজ মাইকেলের সাথে সাথে সাদিব, নন্দিনী আর অন্তিকে কাছে ডেকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি সারা বছর ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে ছিলে?"

তারা তিনজনই মাথা নাড়ল। সান্তা ক্লজ জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি দুষ্টুমি করেছিলে?"

সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল মাঝে মাঝে ভুল করে একটু দুষ্টুমি করলেও এখন তারা সেটা বলে দিল না। বলল, "না না, আমরা বেশি দুষ্টুমি করি নাই।"

সান্তা ক্লজ তখন হো হো করে হেসে তার বিশাল বড় ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে চারটা খেলনা বের করে তাদেরকে দিল। মাইকেল পেল একটা বল, সাদিব পেল একটা লাটিম, নন্দিনী আর অন্তি দুজনে পেল দুইটা পুতুল।

মাইকেলের আব্বু আর আম্মু তখন সবাইকে নিয়ে বাসায় ফিরে এলেন। আম্মু মুরগির রোস্ট আর কেক বানিয়েছিলেন। সবাই মিলে তখন সেগুলো খেলো খুব মজা করে। মাইকেলের বাসায় তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছিল। তাদের সাথে আরো অনেক ছোট ছেলে আর মেয়ে ছিল, সবাই মিলে তখন বাসায় খেলতে লাগল।

কী যে মজা হলো সেটা আর বলার মতো নয়!

কয়েকদিন পর সাদিব, নন্দিনী, অন্তি আর মাইকেল বাসার বারান্দায় বসে খেলছিল। খেলতে খেলতে একসময় খেলা থামিয়ে সাদিব বলল, "তোমরা কী একটা জিনিস জান?"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী জিনিস?"

সাদিব বলল, "পৃথিবীর যত মানুষ আছে তাদের সবার থেকে আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়।"

অন্তি জিজ্ঞেস করল, "কেন আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়?"

সাদিব বলল, "যাদের আমাদের মতো বন্ধু নাই তারা শুধু একবার আনন্দ করে। কেউ কেউ শুধু ঈদের দিন আনন্দ করে। কেউ কেউ শুধু পূজার সময় আনন্দ করে।"

মাইকেল জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ! যাদের আমাদের মতো বন্ধু নেই, তারা কেউ কেউ শুধু প্রবারণা পূর্ণিমার সময় আনন্দ করে! আবার কেউ কেউ শুধু ক্রিসমাসের সময় আনন্দ করে।"

অন্তি জিজ্ঞেস করল, “আর আমরা?”

নন্দিনী বলল, “আমরা ঈদের সময়ে আনন্দ করি ।”

সাদিব বলল, “আমরা পূজার সময়ে আনন্দ করি ।”

মাইকেল বলল, “আমরা প্রবারণা পূর্ণিমার সময়ে আনন্দ করি ।”

অন্তি বলল, “আমরা ক্রিসমাসের সময়ও আনন্দ করি ।”

তারপর চারজন হাত তালি দিতে দিতে, লাফাতে লাফাতে চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল, “কী মজা! কী মজা! আমাদের কী মজা!”

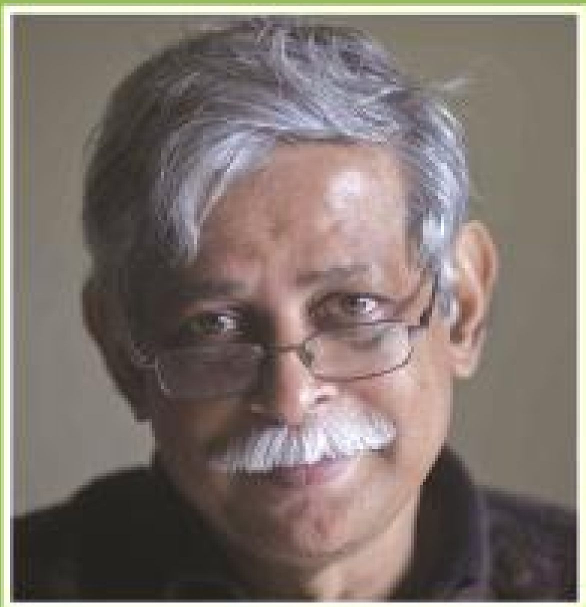

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচ. ডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী প্রফেসর ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

নন্দিনী বলল, "আমরা ঈদের সময়ে আনন্দ করি।"

সাদিব বলল, "আমরা পূজার সময়ে আনন্দ করি।"

মাইকেল বলল, "আমরা প্রবারণা পূর্ণিমার সময়ে আনন্দ করি।"

অন্তি বলল, "আমরা ক্রিসমাসের সময়ও আনন্দ করি।"

তারপর চারজন হাত তালি দিতে দিতে, লাফাতে লাফাতে চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল, "কী মজা! কী মজা! আমাদের কী মজা!"

প্রচ্ছদ • সাদাতউদ্দীন আহ্‌মেদ এমিল